প্রথম আলো

তারিখ ... 22 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

বুয়েট পরিস্থিতি

গণপদত্যাগের সিদ্ধান্ত স্থগিত অবস্থান ধর্মঘট চলবে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে গণপদত্যাগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) আন্দোলনরত শিক্ষকেরা। তবে দাবি আদায়ে তাঁরা অবস্থান ধর্মঘট অব্যাহত রাখবেন।

গতকাল শনিবার বুয়েট শিক্ষক সমিতির জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সমস্যা নিরসনে সরকারের উদ্যোগের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

আন্দোলনরত শিক্ষকেরা জানান, দাবি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে ৩০ জুলাই আবারও তাঁরা বৈঠক করবেন।

শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সমস্যা নিরসনে সোমবার শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত থাকা বুয়েটের সাবেক তিন উপাচার্য আবদুল মতিন পাটোয়ারী, মোশাররফ হোসেন খান ও ইকবাল মাহমুদ এবং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জামিলুর রেজা চৌধুরী ও সহসভাপতি স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন শুক্রবার বিকেলে সমিতিকে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে তাঁরা গণপদত্যাগের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁদের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় জরুরি সভায় বসে শিক্ষক সমিতি।

সভা শেষে সমিতির সভাপতি মজিবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সরকারের উদ্যোগের প্রতি আস্থা রেখে গণপদত্যাগের বিষয়টি স্থগিত করা হয়েছে।'

এ সিদ্ধান্ত আন্দোলন থেকে পিছু হটা কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এটা পিছু হটা নয়। সরকারের উদ্যোগের প্রতি সম্মান।'

সভার পর সমিতির পক্ষ থেকে একটি সংবাদ সম্মেলন করা হয়। সেখানে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে উপস্থাপন করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. আশরাফুল ইসলাম।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বুয়েটে ৪১৯ জন শিক্ষক কর্মরত। এর মধ্যে ৩৫৭ জনই গণপদত্যাগপত্রে সই করেছেন এবং এ প্রক্রিয়া চলমান। তবে তিনজন প্রাক্তন উপাচার্য ও বুয়েট অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সহসভাপতির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের ব্যবস্থা নেওয়ার সুবিধার্থে গণপদত্যাগের সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে বুয়েটের বর্তমান উপাচার্য নজরুল ইসলাম ও সহ-উপাচার্য হাবিবুর রহমানের নানা অনিয়মের বিষয়ে প্রতিবাদ চলছে। নিরুপায় হয়ে তাঁদের পদত্যাগের দাবিতে এপ্রিল মাস থেকে শুরু হওয়া এ আন্দোলন কোনোভাবেই সরকারের বিরুদ্ধে বা সরকারকে বিব্রত করার জন্য নয়। শিক্ষকেরা আশা করেন, বর্তমান উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে অব্যাহতি দিয়ে শুধু একজন নতুন উপাচার্য নিয়োগ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, চলমান আন্দোলনে বুয়েটের শিক্ষাব্যবস্থায় অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। শিগগিরই প্রথম বর্ষ স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করতে হবে। এ অবস্থায় স্বল্প সময়ের মধ্যে বুয়েটের চলমান সংকট নিরসন করে শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তাঁরা।

বুয়েটের উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে গত ৭ এপ্রিল থেকে শিক্ষক সমিতি কর্মবিরতি শুরু করে। লাগাতার ২৮ দিন কর্মবিরতির পর ৪ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকেরা ৫ মে থেকে আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত করেন। গত ৯ জুন সমিতির সভায় ৩০ জুনের মধ্যে উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে পদত্যাগ করতে সময় বেঁধে দেওয়া হয়। এর মধ্যে তাঁরা পদত্যাগ না করায় ৭ জুলাই থেকে প্রতীকী কর্মবিরতি চলতে থাকে। ১৪ জুলাই তাঁরা লাগাতার কর্মবিরতির ঘোষণা দেন। সোমবার বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সভা ডাকে। ওই দিন বিকেলে পূর্বনির্ধারিত সাধারণ সভা করে শিক্ষকেরা গণপদত্যাগের ঘোষণা দেন। বুধবার শিক্ষকেরা 'শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখানোর কথা বলে' অবস্থান কর্মসূচি দুই দিনের জন্য স্থগিত করেন।